দৈনিক সংবাদ

১৫/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃ: ১২ কলাম ৩...

ইডেন কলেজে অচলাবস্থা

কারণ ছাত্রদলের দুই গ্রুপের দখলদারিত্বের লড়াই

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ছাত্রদলের দু' গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে কলেজ হোস্টেল বন্ধ করে দেয়ায় ইডেন কলেজে এখন অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার-দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের ইডেন কলেজ শাখা কলেজের চারটি হলও দখল করে নেয়। এ সময় তারা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হল থেকে মারধর করে বের করে দেয়। ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

হল দখল করার পর ছাত্রদল নেত্রী হেলেন জেরিন খান (অছাত্র) কলেজে বহিরাগতদের নিয়ে একক আধিপত্য বিস্তার করতে থাকলে ছাত্রদলের লাকী গ্রুপ (পিন্টু সমর্থিত) তাতে বাধা দেয়। এ নিয়ে গত মাসে হেলেন গ্রুপের সাথে লাকী গ্রুপের সংঘর্ষ হলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ ইডেন কলেজ শাখার ছাত্রদলের কমিটি স্থগিত এবং হেলেনকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়। পরে হেলেন হল ছেড়ে দিলেও মুকুল হেলেন গ্রুপের নেতৃত্ব দেয়। এরপর ক্যাম্পাসে লাকী গ্রুপ ও মুকুল গ্রুপ আলাদাভাবে অবস্থান করতে থাকে। এ সময় দুই গ্রুপের মধ্যে কয়েক দফায় সংঘর্ষ হয়। গত বুধবার বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ব্যানার সাটানো ও মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে চরম সংঘর্ষ দেখা দেয়। এতে ৭ জন আহত হয়। এ সময় লাকী গ্রুপের নেতা-কর্মীরা মকল গ্রুপের ২৫ জন নেতা-কর্মীকে বুধবার রাতে হল থেকে বের করে দেয় এবং বেশ কয়েকজনকে হল অডিটরিয়ামে আটকে রাখে। পরদিন বৃহস্পতিবার মুকুল গ্রুপের নেতাকর্মীরা সশস্ত্র অবস্থায় কলেজ ক্যাম্পাসে আলাদা মিছিল বের করলে উভয় গ্রুপের মধ্যে আবারও সংঘর্ষের আশংকা দেখা দেয়। এ অবস্থায় কলেজ অধ্যক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরি-চালককে খবর দিলে তিনি কলেজ পরিদর্শন করেন এবং পুলিশের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এরপরও উত্তেজনা প্রশমিত না হলে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে ৭ দিনের জন্য কলেজ হোস্টেল বন্ধ করার নির্দেশ দেন। পরে কর্তৃপক্ষ ১৪ই নভেম্বর পর্যন্ত কলেজ হোস্টেল বন্ধ করে দেন। তবে পরীক্ষার্থীদের বিশেষ ব্যবস্থায় হলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

গতকাল শুক্রবার কলেজ ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে কলেজে কোন গ্রুপের তৎপরতা নেই। দুই- একজন ছাত্রী (পরীক্ষার্থী) দারোয়ানদের কার্ড দেখিয়ে হলে ঢুকছে। একজন ছাত্রী জানিয়েছে, হলগুলো শান্ত, কোন সমস্যা নেই; কিন্তু ওরা এলে আবারও সমস্যা দেখা দেবে।

জানা গেছে, ইডেন কলেজের রাজিয়া খাতুন হল, জেবুন্নেসা হল, খোদেজা হল ও পুরাতন হলে দুই থেকে আড়াই হাজার ছাত্রী অবস্থান করত; কিন্তু হল বন্ধ করে দেয়ায় বর্তমানে এক দেড়শ ছাত্রী অবস্থান করছে। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষসহ প্রায়